FEB. 1 7 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ ... ৭...

সম্পাদকীয়
ঢাকা শনিবার ৫ ফাল্গুন ১৪০৭
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১

সমাবর্তন

আজ ঢাকার অদূরবর্তী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন। একা
বিশ্ববিদ্যালয়ের যতো আনুষ্ঠানিকতা তার মধ্যে সমাবর্তন হচ্ছে সবচে
আকর্ষণীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ ঐতিহ্য আশ্রয়ী অনুষ্ঠান। সমাবর্তন অনুষ্ঠা
বিশেষ পোশাক— গাউন, টুপি ইত্যাদি পরিহিত হয়ে একজন কৃতবিদ্য ছা
বা ছাত্রী যখন তার সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন, তখন এটা মনে হও
অস্বাভাবিক নয় যে তাঁর শিক্ষা জীবনের সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে গৌরবম
মুহূর্ত। অনেক ছাত্রছাত্রীই এই বিশেষ পোশাকে সার্টিফিকেট হাতে নিজে
একটি ছবি তুলে রাখেন। যা তার সারাজীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকে
বিশেষত এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের শুরুর যুগে এই রেওয়া
বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ও আবশ্যক কর্মকাণ্ডের মধ্
পড়লেও কিন্তু মাঝখানে বাংলাদেশে দীর্ঘ প্রায় দু'দশক কোনে
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই দু'দশকের মধ্যে যা
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেছেন এবং ডিগ্রি লাভ করেছেন, তাদে
অনেকেরই সৌভাগ্য হয়নি সমাবর্তন অনুষ্ঠান দেখার বা তাতে অং
নেওয়ার। বস্তুত সমাবর্তন ৯০-এর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে
ছাত্রদের কাছে অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হয়েছিল। তার সঙ্গে ছি
সেশনজট। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় রাজনীতি, সন্ত্রাস, সেশনজট ইত্যাকার না
সমস্যায় শিক্ষাজীবন ছিল বিপর্যস্ত। তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রি ছয় বছরে
পাওয়া হয়নি এমন অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাবে সে সময়কা
বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়েছেন তাদের মধ্য থেকে।

> গত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজি, সেশনজট অনেক কমে এসেছে। শিক্ষার পরিবেশও অনেকটা উন্নত হয়েছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন এই প্রক্রিয়াকে আরো উৎসাহিত করবে।

সুখের কথা, গত কয়েক বছরে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। বছ
দেড়েক আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুকাল পর আবার সমাবর্তন অনুষ্ঠা
হয়। তাতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবি
অমর্ত্য সেন। এরপর সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো একটি এবং বুে
ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হলো। আজ সমাবর্তন হচ্ছে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রমে
মধ্যে ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ও অনুশীলনের পরিবেশ জোরদার হবে বলে
আমাদের বিশ্বাস।

গত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজি, সেশনজট অনে
কমে এসেছে। শিক্ষার পরিবেশও অনেকটা উন্নত হয়েছে। সমাবর্ত
অনুষ্ঠানের আয়োজন এই প্রক্রিয়াকে আরো উৎসাহিত করবে
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ বজায় থাকুক, ক্ষতিকর রাজনীতি
ও সন্ত্রাসের অবসান ঘটুক, ক্লাস ও পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে হোক, সেশ
জট না দেখা দিক এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এখন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ
পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পেরেছে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।
উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায়
নিয়মিতই সমাবর্তন করে থাকে এবং লেখাপড়ার পরিবেশ
তুলনামূলকভাবে ভালো থাকায় অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা ক্রমশ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকছিল। এ ছাড়া ভারতের মতো
নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশগুলোয় উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার প্রতিও আগ্রহ
বাড়ছিল। আমরা মনে করি সেশনজট কেটে যাওয়া, নিয়মিত সমাবর্তন
অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাবমূর্তি
উজ্জ্বলতর হবে এবং ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের আস্থাও ফিরে আসবে।